ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৫ ● কলকাতা ● ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৭ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাবে জলদস্যুর চরিত্রে!

পৃঃ ৫

আইপিএলেও অধিনায়ক হচ্ছেন কামিন্স!

পৃঃ ৬

বিজেপিতে যোগ দিলেন তাপস রায়, ভোটের মুখে বড় ধাক্কা তৃণমূলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে দলবদলের 'খেলা'। তৃণমূল ছাড়ার পর আজ বুধবারই বিজেপিতে যোগদান তাপস রায়ের। তিনবারের বরানগরের বিধায়ক ছিলেন তিনি। সেই তাপস আজ যোগ দিলেন তৃণমূলে। এদিন তাঁর যোগদান অনুষ্ঠানে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে যোগ দেন তাপস রায়।বিজেপিতে যোগ দিয়েই শুভেন্দু অধিকারী ও অধিকারী পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দিলেন তাপস রায়। জানালেন, "অধিকারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু বছরের। একটা সময় এই পরিবারে যাতায়াত ছিল। থেকেছি, খেয়েছি, ছাত্র-যুব আন্দোলন করেছি। দীর্ঘ বছরের সম্পর্ক। একটু আগেই দিব্যেন্দুর ফোন এসেছিল।"

এদিকে তাপস রায়ের প্রশংসাও শোনা যায় শুভেন্দু-সুকান্তদের গলায়। নতুন সদস্যকে দলে পেয়ে শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাদের দল চায়। তাপস রায় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পাণ্ডে বলেন, বাংলায় বিজেপির হাত শক্ত হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদারও বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন তাপস রায়।তৃণমূলের সঙ্গে ২৩-২৪ বছরের সম্পর্ক তাপসের। সোমবার সেই যোগ ছিন্ন করেন তাপস। তৃণমূলের সদস্যপদ ছাড়ার পাশাপাশি ছাড়েন

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার মা-বোনেরা আমার পরিবার: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি প্রধনমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন লালু প্রসাদ যাদব। প্রধানমন্ত্রী মায়ের মৃত্যুর সময় মোদী ন্যাড়া না হওয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন লালু। এরপরই বিজেপির তরফ থেকে 'মোদীর পরিবার' কর্মসূচি শুরু করা হয়। আর তা নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। এই সব বিতর্ক নিয়ে আজ বাংলার মাটি থেকে জবাব দিলেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কারও কারও মনে হয়, কোনও কোনও রাজনীতিক মনে করবেন, তাঁরা গালি দিয়েছেন বলে আমি সবাইকে আমার পরিবার হিসেবে পরিচয় দিই। তবে আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন ঝোলা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন দেশের কোণায় কোণায় গিয়ে কিছু এটকা খুঁজছিলাম। তখন আমার পকেটে এক পয়সাও থাকত না। অনেক জায়গার ভাষাও আমি জানতাম না। তবে আমার দেশের মা ও বোন, পরিবাবৃ জানি না কী কারণে, তবে তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আমি খাবার খেয়েছি কি না। আমার পকেটে এক পয়সাও ছিল না। তবে আমি একদিনও পেটে খিদে নিয়ে থাকিনি। আর তাই আমি বলি, এই গোটা দেশ আমার পরিবার। সেই সময় আমার কোনও পরিচয় ছিল না। কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরতে থাকা এক যুবক ছিলাম আমি। সেই সময় দেশের অনেক গরিব পরিবারও আমার চিন্তা

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল সিআইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে শাহজাহানকে হেফাজতে পেল সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল সিআইডি। বুধবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর বিকেল ৪টে নাগাদ ভবানী ভবনে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বিকেল সওয়া ৪টের মধ্যে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।বুধবার ফের একবার আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। এরপরই এই রায় দেয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জানিয়ে দেন, সংশিষ্ট আবেদন শুনতে পারে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ। রাজ্য সেখানে আবেদন করুক। ডিভিশন বেঞ্চের তরফে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশই বহাল রাখা হয়। তারপরেই তড়িঘড়ি ভবানী ভবনে পৌঁছে শাহজাহানকে হেফাজতে নেয় সিবিআই।মঙ্গলে অপেক্ষা করে খালি হাতে ফিরলেও, বুধের সন্ধেয় শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিল সিবিআই।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন বিকেল সাড়ে

এরপর ৩ পাতায়

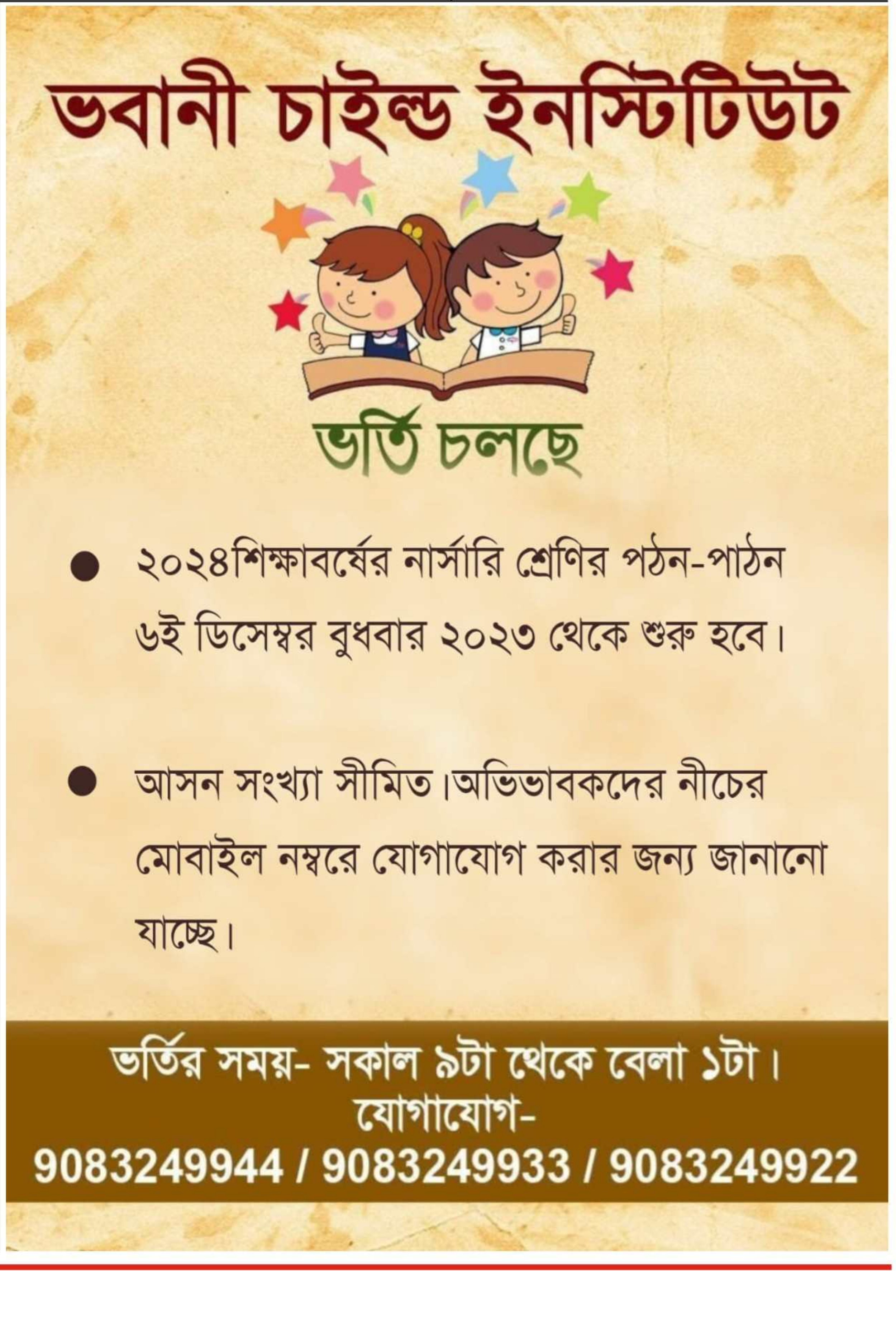

আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের

ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের মুখে ফের মাস্টারস্ট্রোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার সকালে রাজ্যের আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মী এবং অঙ্গনওয়ারি সহায়কদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিলেন। মূলত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যের মহিলা কর্মজীবীদের জন্য সুখবর দিলেন তিনি।

গতকাল মঙ্গলবারই জেলা সফর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে কালীঘাটের বাড়ি ফেরেন। রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে নিজের ফেসবুক ফেসে আচমকাই তিনি লেখেন, 'আগামিকাল (বুধবার) সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে বিশেষ ঘোষণা। নজর রাখুন আমার ফেসবুক পেজে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই ঘোষণার পরেই নানা জল্পনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বুধ সকালে তিনি কী ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে নানা মহলের পক্ষ থেকে নানা জল্পনার কথা জানানো হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন, লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেন। ফলে সকাল দশটা নাগাদ অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক লাইভের দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন।নির্ধারিত সময়ে ফেসবুকে এসে আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।আশা এবং অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের মাসিক বেতন ৭৫০ টাকা করে এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। । আগামী মাস অর্থাত এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে বর্ধিত বেতন।

এদিন সকাল দশটা নাগাদ ফেসবুক লাইভে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের খেয়াল রাখা, তাঁদের হিতার্থে দিবারাত্রি কাজ করে যাওয়ার জন্যু আমি এবং আমার জনদরদি মা-মাটি-মানুষের সরকার সদা সচেষ্ট। আজ থেকে আমাদের গর্ব, সমাজের দিশা আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা হল।আমি আমৃত্যু এইভাবেই আপনাদের জন্য কাজ করে যাব। আপনারা ভালো থাকলেই, আমার ভালো থাকা। জয় হিন্দ! জয় বাংলা!'

একচেটিয়াভাবে কলকাতায় রাঘবেন্দ্র রাঠোর

যোধপুর "উৎসবের রেগালিয়া" সংগ্রহ উপস্থাপন করলো

Kolkata, 6th March, 2024: নিউজ সারাদিন : রাঘবেন্দ্র রাঠোর যোধপুর (আর আর জে), তার স্বাক্ষর বাঁধন গালাস এবং ক্লাসিক বেস পোক পুরুষদের পোশাকের জন্য পরিচিত, ৮ এবং ৯ মার্চ কলকাতায় একটি দুদিনের শোকেসে বহু প্রতীক্ষিত "ফেস্টিভ রেগালিয়া" সংগ্রহ উন্মোচন করেছে।

সংগ্রহটি সুন্দরভাবে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আধুনিক নান্দনিকতার সাথে মিশ্রিত করেছে।

"উৎসবের রেগালিয়া" বিলাসের একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে, ঐতিহ্য এবং করুণার মাধ্যমে সৌন্দর্য কে চিত্রিত করার জন্য জটিলভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। হস্তনির্মিত টেক্সটাইল, ক্লাসিক ডিজাইন, অভিনব কাপড়, অনন্য টেক্সচার, সূক্ষ্ম সূচিকর্ম এবং আনুষঙ্গিক গুলোর সাথে একটি সুষম রঙের প্যালেটের একটি দুর্দান্ত নির্বাচন এই সংগ্রহটিকে সংজ্ঞায়িত করে। আইকনিক রাঘবেন্দ্র রাঠোর যোধপুর বন্ধ গালা জ্যাকেট, ব্র্যান্ডের ৮০০ বছরের উত্তরাধিকারের প্রতিফলন এবং একটি বিশ্বব্যাপী বিবৃতি, সংগ্রহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংগ্রহের বিবরণ গুলো পুরানো-বিশ্বের আকর্ষণ এবং আধুনিক চটকদার-শৈলীর সাথে সাবধানতার সাথে একত্রিত করা হয়েছে - একটি দুর্দান্ত শ্রদ্ধা যা এখনকার ফেব্রিকের মধ্যে অতীতের যুগের সৌন্দর্যকে বুনেছে।

সংগ্রহে নিজেকে নিমজ্জিত করার একটি সীমিত সময়ের সুযোগ - ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনের সংশ্লেষণ, যেখানে প্রতিটি অংশ ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক সৃজনশীলতার অনন্য অভিব্যক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দোকানের ঠিকানা: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি, কাকরিয়া এস্টেট, পার্ক স্ট্রিট এলাকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১।

অভিজিত সুবিধাবাদী, ওর কথা ছাড়ুন',

মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বই দিলেন না মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি-তে যাচেছন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিলেন তিনি। বিচারপতি দায়িত্ব ছাড়ছেন ঘোষণার পর থেকেই তিনি কোন দলে যোগদান করছেন, সেই নিয়ে আগ্রহ ছিল সকলের। মঙ্গলবার নিজেই তার অবসান ঘটালেন। যদিও তিনি বিজেপি-তেই যোগ দিচ্ছেন বলে গত কয়েক দিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল।আগামী ৭ মার্চ বিজেপি-তে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করছেন বলে জানিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কেন গেরুয়া শিবিরকেই রাজনৈতিক ইনিংস শুরু জন্য বেছে নিলেন, তার কারণও খোলসা করেন। তিনি বলেন, "বিজেপিই একমাত্র সর্বভারতীয় পার্টি যারা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সেই কারণেই আমি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"মঙ্গলবার নিজেই তা ঘোষণা করলেন। আর অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই ঘোষণার পর বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নিয়ে মন্তব্যও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কলকাতা হাইকোর্টের একটি বিষয় উত্থাপিত হয়। সেই সময়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় সুবিধাবাদী। উনি অপরচুনিস্ট, দেখলেন তো।" প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে ডাকযোগে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের চেম্বারে গিয়েও পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি জমা দেন। এর পর দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপিতে যাওয়ার ঘোষণা করেন তিনি।

বিচারপতিকে' বিঁধে সুপ্রিম কোর্টের রাস্তায় অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপিতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আর সন্ধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসু জানিয়ে দিলেন, এ বার গত দু'বছরে অভিজিতের দেওয়া বিভিন্ন রায়ের নেপথ্যে 'অভিসন্ধি'র প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা হবে।ওই আবেদনে এ-ও বলা হবে, যাতে গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন মামলায় অভিজিত বিচারপতি হিসাবে যে যে রায় দিয়েছেন, সেগুলি আবার বিবেচনা করে দেখা হোক। সঞ্জয় বলেন, "শুধু অভিষেক নন, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও শুরু হয়েছে তদন্ত। সিবিআই বা ইডির চালানো সেই সব তদন্তের উপরেও স্থগিতাদেশ চাওয়া হবে।" অভিষেকের আইনজীবী এ-ও দাবি করেছেন যে, বিচারপতি হিসাবে তাঁর ছ'বছরের মেয়াদে অভিজিত খুবই কম 'রায়' দিয়েছেন। ২০২৪ সালে ৫৩১টি 'নির্দেশ' দিলেও 'রায়' একটিও দেননি।অভিজিত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পদ্মের পতাকা হাতে নিচ্ছেন তিনি। সে কথা জানানোর সময়েই তিনি বলেন, বিজেপি তাঁর সঙ্গে এবং তিনি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ওই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। বলেছেন, "উনি বলেছেন আমি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এবং বিজেপি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। অর্থাত, বিভিন্ন সময়ে যখন উনি বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বিজেপির সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। বাকিটা আমি জনগণের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

এর পরেই জানা গেল, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন অভিষেক। অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বলেন, "গত প্রায় দু'বছর ধরে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা মামলা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সিবিআই বা ইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন তাঁর পর্যবেক্ষণে।" একই সঙ্গে সঞ্জয় বলেন,"এখন যখন তিনি আদালত ছেড়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন, তখন এটা স্পষ্ট যে, তিনি আইনের উপরে দাঁড়িয়ে নয়, নির্দেশ ও রায় দিয়েছেন একটি রাজনৈতিক দলকে লক্ষ্য করে। লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে মিথ্যা এবং সাজানো মামলায় দল এবং দলের নেতাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন।''অভিজিত সম্পর্কে আরও অভিযোগ আনতে চলেছেন অভিষেক। দাবি করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট মামলা অন্য আদালতে পাঠালে বিচারপতি অমৃতা সিংহকেও অভিষেক সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করতে অভিজিত 'অনুপ্রেরণা' জুগিয়েছেন। যা তিনি আগেই সংবাদমাধ্যমে বলেছেন। এর পরে অভিষেককে নিয়ে যে তদন্ত শুরু হয়েছে, তাতে জনমানসে অভিষেকের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয়ের দাবি, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই যে এই সব করা হয়েছে, তা এখন স্পষ্ট হয়ে গেল অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় একটি রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন ঘোষণা করার পরে।" সেই সঙ্গেই সঞ্জয় জানিয়েছেন, "শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হবে। সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাতকার দেওয়া থেকে বিভিন্ন নির্দেশ - - সবের আড়ালেই ছিল পরিকল্পিত রাজনৈতিক লক্ষ্য। তিনি নিজেই সেটা দিনের আলোয় এনে দিয়েছেন।"

প্রয়াত চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

হাজরার ঘটনা মনে করে শোকজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। চিত্র সাংবাদিকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে চিত্রসাংবাদিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন এমনটা নয়। আলোকচিত্রী হিসেবেই সমান খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। সত্যজিত রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তারাপদ, তাঁর ব্যক্তিগত চিত্রগ্রাহকও ছিলেন তিনি। পাশাপাশি একাধিক প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে তাঁর তোলা ছবি ছাপা হয়েছে, যা আজও বিখ্যাত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় জন্ম তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছোট থেকেই ক্যামেরা নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে সেটি নিয়েই রুজিরোজগার খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। তখন কে জানত, একদিন তিনিই চিত্রসাংবাদিক এবং আলোকচিত্রী হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করবেন।তাঁর ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মমতার কথায় উঠে এসেছে কলকাতার হাজরা মোড়ের সেই ঘটনার প্রসঙ্গ।

বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। আমাদের সময়ের

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

বাংলার মা-বোনেরা আমার পরিবার: মোদী

করেছে। আর তাই আজ আমি দেশের গরিব, মা-বোনেদের জন্য কাজ করছি। কারণ আমি সেই ঋণ শোধ করছি।'আজ বারাসতের সভাস্থলে মা দুর্গার মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীকে। মোদী মঞ্চে ওঠার পরে বক্তব্য রাখেন দলীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি মালদা এবং সন্দেশখালিকাণ্ডের উদাহরণ তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তুলোধোনা করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে কটাক্ষ করে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০ টাকার বিনিময়ে বাংলার মা-বোনেদের সম্মান বিক্রি করেছেন।'এদিকে আজ মোদী বলেন, 'আজকের এই বিশাল জনসমাগর প্রমাণ করছে কীভাবে বিজেপি নারী শক্তিকে ভিত্তি করে দেশের উন্নয়নের পথ গড়ছে। বিজেপির শক্তি বন্দনা কর্মসূচির সময় দেশের মহিলাদের কাছে গিয়ে আমরা কথা বলেছি। প্রযুক্তির মাধ্যমে আজকের কার্যক্রমে দেশের অন্যান্য প্রান্তের নারীরাও অংশ নিয়েছেন।' মোদী আরও বলেন, 'বিজেপির মহিলা মোর্চর নেতাদের অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি বহু বছর সংগঠনে কাজ করেছি। তাই জানি, এত বড় আকারের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা করা, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের অন্যতম বড় ঘটনা। এবার গ্রামে গ্রামে আমাদের মা, বোন, মেয়েরা নারী শক্তি বন্দনা কর্মসূচির জন্য দৌড়াচ্ছিলেন।' এদিকে 'পরিবার বিতর্ক' নিয়ে আজ মোদী বলেন, 'কেন্দ্রে এনডিএ ফিরবে, এটা নিশ্চিত দেখে ইন্ডি জোটের নেতারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আর এখন তারা মোদীকে গালি দিতে শুরু করে দিয়েছে। আজকাল ইন্ডি জোটের লোকেরা আমার পরিবার নিয়ে বলছে। তারা বলে, আমার নিজের পরিবার নেই, তাই পরিবারতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে পারি। তারা জানতে চায়, আমার পরিবার কোথায়। আজকে এখানে যে নারীরা এখানে এসেছেন, যারা প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সভায় যোগ দিয়েছেন, তারাই আমার পরিবার। বাংলার প্রত্যেক মা-বোনেরা আমার পরিবার।' মোদীর কথায়, 'আমার জন্য বাংলার মা-বোনেরা দুর্গার মতো উঠে দাঁড়ায়। আজকে দেশের সব পরিবার নিজেদের মোদীর পরিবার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। আজকে দেশের সব গরিব বলছে, আমরা মোদীর পরিবার।'

১-ম পাতার পর

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল সিআইডি

৪টের মধ্যে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশের পর ভবানী ভবনে তাঁকে হেফাজতে নিতে পৌঁছেও যান সিবিআই আধিকারিকরা। হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর সন্ধেয় শেখ শাহজাহানকে না পেয়ে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। এরপর বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা হাইকোর্টেই ফেরত পাঠায়। অর্থাত সন্দেশখালি মামলার তদন্তে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার যে নির্দেশ হাইকোর্ট দিয়েছিল তাতে কোনও হস্তক্ষেপ করল না দেশের শীর্ষ আদালত।

১-ম পাতার পর

বিজেপিতে যোগ দিলেন তাপস রায়, ভোটের মুখে বড় ধাক্কা তৃণমূলে

বিধায়ক পদও। তৃণমূল সবরকমভাবে তাপসকে আটকাতে মরিয়া ছিল। তবে সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন তাপস। এমনকী এখনও বিধায়ক হিসাবে তাঁর ইস্তফাপত্রও গৃহীত হয়নি।

এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়ে তাপস রায় বলেন, "আমি আজ থেকে বিজেপি পরিবারের এবং মোদীজীর পরিবারের সদস্য হলাম। বাংলায় অরাজকতা চলছে। এই সরকার শেখ শাহজাহানদের সরকার, উত্তম সর্দারদের সরকার, শিবু হাজরাদের সরকার। এই সরকার সংবিধান আইনকানুনের কথা বলে। অথচ হাইকোর্টের নির্দেশ মানে না। বাংলা থেকে এই অমানবিক জলদস্যুদের সরিয়ে সকলে মিলে যাতে শান্তির বাংলা গড়তে পারি, তাই বিজেপিতে যোগ দিলাম।"

২ পাতার পর

প্রয়াত চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাজরার ঘটনা মনে করে শোকজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

অত্যন্ত পরিচিত এবং গুণী চিত্রসাংবাদিক ছিলেন তিনি। তাঁর ছবি এবং কভারেজ খুব পছন্দ করতাম।" তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হাজরার মোড়ের সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেন মমতা। বলেন, "তিনিই একমাত্র চিত্রগ্রাহক ছিলেন, যিনি দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ের সেই ছবি তুলেছিলেন যখন সিপিএমের গুন্ডারা আমার উপর অত্যাচার করে প্রায় মেরে ফেলছিল। সেই সময় আমি বিরোধী দলনেত্রী ছিলাম।"

এম.এস.এম.ই . শিশুদের বালি টুল কিট দেওয়ার দরপত্র আটকে দেওয়ায় ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, মার্চ ৬, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারা চালু করা উচ্চাকাঙ্ক্ষী পি এম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের বিষয়ে, এম এস এম ই . আর স্কিলস মন্ত্রনালয়ের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে এসেছে।

এই কারণে, এমএসএমই দ্বারা শিশুদের টুল কিট দেওয়ার দরপত্র আটকে রয়েছে এবং এতে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিজ রাজ্য গুজরাট থেকে জানা গেছে।

বিষয়টি জানতে পেরে আজ এ তথ্য জানিয়েছে সূত্র। তিনি বলেছিলেন যে আশ্চর্যের বিষয় হল যে এমএসএমইগুলি নিজেরাই বিশেষ কিছু করছে না। কিছু লোক প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত কেন্দ্রগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং মানহানি করছে।

সূত্র আরও জানিয়েছে যে এই কারণে পিএম বিশ্বকর্মা স্কিম প্রত্যাহার করা হতে পারে। এ ধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সুবিধাভোগীরা শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীকে জানানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হুগলি নদীর তলা দিয়ে মেট্রো পরিষেবার মাধ্যমে যুক্ত হল হাওড়া ও কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা মেট্রোর মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নব-নির্মিত এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বহু প্রতীক্ষিত হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড (৪.৮ কিলোমিটার) মেট্রো রেলপথের উদ্বোধন করলেন। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এই অংশটুকুর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ- হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (৫.৪ কিলোমিটার) এবং পার্পল লাইনের তারাতলা-মাঝেরহাট (১.২৫ কিলোমিটার) অংশেরও উদ্বোধন করেন। এর ফলে কলকাতা এবং হাওড়ায় যানবাহন ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধনের আগে নতুন এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষায় থাকা জনতার উদ্দেশে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি থ্রি-ডি মডেলের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প সম্পর্কে বিশদে অবহিত করেন। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রশংসা করেন মেট্রো আধিকারিক, কর্মী, প্রযুক্তিবিদ এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের- যাঁরা হুগলির মতো বড় নদীর তলা দিয়ে মেট্রো পরিষেবা চালু করার জন্য দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। দেশে এই প্রথম বড় কোন নদীর তলা দিয়ে মেট্রো চালু হল। পরিবেশ বান্ধব এই পরিবহন প্রণালী মানুষের যাতায়াতকে আর-ও সহজসাধ্য করে তুলবে আশা করা যায়। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এই তিনটি পথেই মেট্রো পরিষেবা শুরুর সংকেত দেন। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গিয়ে মেট্রোয় আবার ফিরেও আসেন তিনি। যাত্রার সময় প্রধানমন্ত্রী বসেছিলেন স্কুল-পড়ুয়া এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। জানতে চান কলকাতা মেট্রোর কাছ থেকে এঁদের কী প্রত্যাশা এবং হুগলি নদীর নীচ দিয়ে প্রথমবারের যাত্রার অনুভূতি কী রকম। দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে যারপরনাই আপ্লুত পড়ুয়ারা। এই স্বপ্নপূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তারা ধন্যবাদ জানায়।

ধারাবাহিক এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে লিখেছেন "প্রকল্পে যাঁরা কাজ করেছেন তাদের এবং তরুণ প্রজন্মের সঙ্গ পাওয়ায় এই মেট্রো যাত্রা স্মরণীয় হয়ে রইল। হুগলি নদীর নীচে সুড়ঙ্গ দিয়েও যাতায়াত করেছি আমরা।"

"কলকাতার মানুষের কাছে এই দিনটি বিশেষ। শহরের মেট্রো নেটওয়ার্ক প্রসারিত হল অনেকখানি। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে এবং যানযট কমবে। এটা খুবই গর্বের যে আমাদের দেশে বড় কোনো নদীর তলা দিয়ে মেট্রো পরিষেবার সূচনা হল হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড অংশটি চালু হওয়ার মাধ্যমে।" আজ কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বাড়ল মোট ১১.৪৫ কিলোমিটার। এর জন্য খরচ হয়েছে ৬৯২৫ কোটি টাকা। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরের দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। যানযট এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত তারা কলকাতায় আসতে পারবেন। কলকাতা মেট্রোর এই প্রকল্পগুলির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আজ আগ্রা, পুনে এবং কোচির বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। দিল্লি, মিরাট রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (আরআরটিএস)-এর একটি অংশেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই পথগুলিতে প্রথম মেট্রো ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেতও দেন তিনি।

৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর শ্রীনগর সফর, অংশ নেবেন 'বিকশিত ভারত বিকশিত জম্মু-কাশ্মীর' কর্মসূচিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগর সফরে যাচ্ছেন। বেলা ১২টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনগরের বক্সী স্টেডিয়ামে পৌঁছবেন এবং সেখানে তিনি 'বিকশিত ভারত বিকশিত জম্মু-কাশ্মীর' কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সফরকালে জম্মু-কাশ্মীরের কৃষি-অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার 'সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি' (এইচএডিপি) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ (পিলগ্রিমেজ রেজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল, হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ) প্রকল্পের অধীনে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ১৪০০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের সূচনা করবেন এবং বেশ কিছু প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের প্রায় ১,০০০ নব নিযুক্তের হাতে সরকারি নিয়োগ পত্র তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও একান্ত আলাপচারিতায় মিলিত হবেন শ্রী মোদী। জম্মু-কাশ্মীরের কৃষি অর্থনীতির ৩টি প্রধান ক্ষেত্র হল, বাগিচা চাষ, কৃষি এবং গবাদি পশু পালন। এইচএডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে এখানকার প্রায় ২.৫ লক্ষ কৃষকের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হবে। এই প্রকল্পে প্রায় ২,০০০টি কিষান খিদমত ঘর গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে আসা পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যটনস্থলগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চান। পবিত্র ধর্মীয় স্থান হজরতবালে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ০৭ মার্চ, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কলকাতায় ১৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক যোগাযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কলকাতায় ১৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক যোগাযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। সারা দেশে শহরাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা আরও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি মেট্রো এবং রিজিওনাল রাপিড ট্রানজিট সিস্টেম(আরআরটিএস)প্রকল্প রয়েছে এরমধ্যে। সবকটি মেট্রো প্রকল্পেরই সার্বিক নিরীক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রথম বড় নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান অংশে ট্রেনে সওয়ারও হন তিনি। কথা বলেন সহযাত্রী শ্রমিক এবং স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে।

ধারাবাহিক এক্সপোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন;

"প্রকল্পে যাঁরা কাজ করেছেন এবং তরুণ প্রজন্মের সঙ্গ পাওয়ায় এই মেট্রো যাত্রা স্মরণীয় হয়ে রইল। হুগলী নদীর নীচে সুড়ঙ্গ দিয়েও যাতায়াত করেছি আমরা।"

"কলকাতার মানুষের কাছে এই দিনটি বিশেষ। শহরের মেট্রো নেটওয়ার্ক প্রসারিত হল অনেকখানি। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে এবং যানযট কমবে। এটা খুবই গর্বের যে আমাদের দেশে বড় নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবার সূচনা হল হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড অংশটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

"কলকাতা মেট্রোয় স্মরণীয় মুহূর্ত। জন শক্তির সামনে আমি মাথা নত করি এবং মানুষের সেবা করে যাব আরও উদ্যমের সঙ্গে।"

উল্লেখ্য, হাওড়া স্টেশনটি হল দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন। কলকাতায় আজ তারাতলা-মাঝেরহাট এবং কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো পরিষেবারও সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই দুটি অংশ রয়েছে মাটির ওপরে। মাঝেরহাট স্টেশনটি নানান দিক থেকে বিশেষ। এর নীচে রয়েছে সাধারণ রেল পথ, প্ল্যাটফর্ম এবং খাল। কলকাতা মেট্রোর এই প্রকল্পগুলির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আজ আগ্রা, পুনে এবং কোচির বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। দিল্লি, মিরাট রিজিওনাল রাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (আরআরটিএস)-এর একটি অংশেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই পথগুলিতে প্রথম মেট্রো ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেতও দেন তিনি।

৩ পাতার পর

৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর শ্রীনগর সফর, অংশ নেবেন 'বিকশিত ভারত বিকশিত জম্মু-কাশ্মীর' কর্মসূচিতে

তোলার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এই পবিত্র স্থানের চারদিকে পাঁচিল নির্মাণ, ঘাটগুলির উন্নয়ন, পর্যটকদের জন্য সুবিধা প্রদান কেন্দ্র তৈরি, বহুস্তরীয় গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা এবং প্রবেশ পথের উন্নয়ন। দেশের পর্যটন কেন্দ্র ও তীর্থস্থানগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে গৃহীত প্রায় ৪৩টি প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ার আন্নাভরম মন্দির; কর্ণাটকের মহীশূর জেলার শ্রী চামুন্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির; হিমাচলপ্রদেশের উনা জেলার মা চিন্তপূর্ণি মন্দির প্রভৃতি।

চ্যালেঞ্জ বেসড ডেস্টিনেশন ডেভলপমেন্ট (সিবিডিডি) প্রকল্পের আওতায় ৪২টি পর্যটন স্থলের নামও ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ৪টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি হল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র। ১১টি হল ধর্মীয় পর্যটন স্থল।

প্রধানমন্ত্রী 'দেখো আপনা দেশ পিপলস চয়েস ২০২৪' প্রকল্পেরও সূচনা করবেন। দেশ জুড়ে এই প্রথম এই ধরনের প্রকল্প চালু করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে পর্যটকরা তাঁদের পছন্দমতো জায়গা বেছে নিতে পারবেন। এর মধ্যে ৫টি প্রধান বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী, প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ, অ্যাডভেঞ্চার এবং অন্যান্য। ভারতের পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে 'চলো ইন্ডিয়া গ্লোবাল ডায়াসপোরা' প্রচার কর্মসূচিরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি ভারতীয় অন্তত তাঁর ৫ জন অ-ভারতীয় বন্ধুকে এই দেশ সফরের জন্য উৎসাহিত করবেন। বিদেশে বসবাসরত ৩ কোটির বেশি ভারতীয় দেশের পর্যটনকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দূত হিসেবে কাজ করতে পারেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

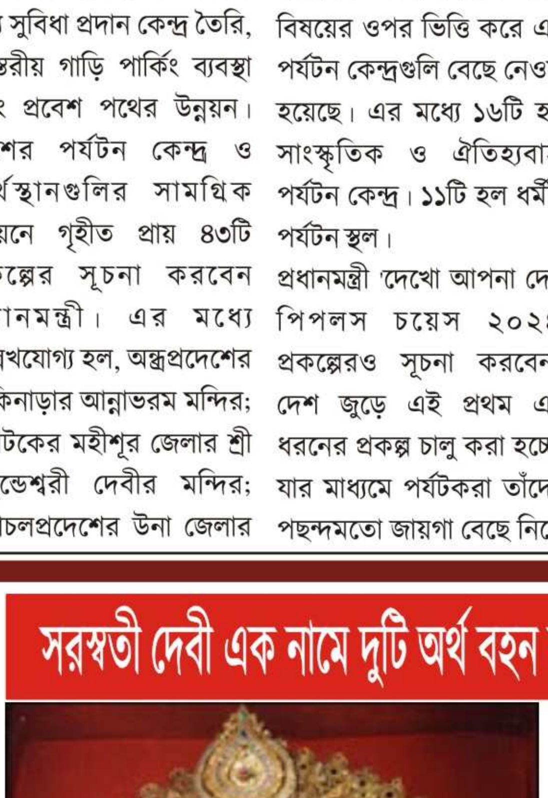

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী পূজাকে তাই আমি শুধুই দেবীর আরাধনা হিসেবে দেখতে চাই না; দেখি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ও সম্প্রীতি শিক্ষার অনুষ্ঠান হিসেবে। এদিকে সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যাদেবী বা সরস্বতী দেবীকেই পূজা করে থাকে। দেবীর এক হাতে বীণা থাকার কারণে, এটিকে সংগীত দেবী বা বীণাপাণিও বলে থাকে। শাস্ত্রমতে সরস্বতী শব্দটির অর্থ, সতত রসে সমৃদ্ধা'।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অজানা আজও সুন্দরবনের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধমুদ্রা, ভগ্নমঠ, স্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে কুষাণ, পাল, সেন, গুপ্ত, শুঙ্গ, মৌর্য যুগের নিদর্শন। বিজয় সেন, লক্ষণ সেন, পাঠান ও মোগল, বারোভূঁইয়া, ইংরাজরা শাসন করেছে সুন্দরবন। পরে সম্রাট আকবরের সুবেদার শায়েস্তা খাঁ'র আমলে আরাকান দেশ থেকে এসে পর্তুগীজ (১৬২৮-১৬৩৩) ও মগ (১৭১৮-১৮০০) জলদস্যুরা এই বনবাসীদের উপর অত্যাচার করেছে। সীমাহীন অত্যাচারে এক সময় জনশূন্য হয়ে পড়ে ছিল সুন্দরবন। আবার বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও ধ্বংস হয় এখানকার জনপদ। এদিকে মানুষের ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, সুন্দরবনের সেই ইতিহাসের শুরু হয়েছে মুঘল আমলে। সেই সময়েই, সম্ভবত ১২০৩ সালে প্রথম এক রাজা পুরো সুন্দরবনের ইজারা নেন। তখন থেকেই বনটি মুঘল রাজাদের অধীনে ছিল। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে বাংলার ইতিহাসে এক বড় পালাবদল ঘটে। হ্যাঁ, পলাশীর যুদ্ধে হেরে যান নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। আর দুর্বল মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার ইজারা নিয়ে নেয় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে তারা সুন্দরবনেরও ইজারা নেয়। আর ওরাই প্রথম সুন্দরবনের একটা মানচিত্র তৈরি করে। সেই মানচিত্র অনুযায়ী,প্রাক-মোগল আমল থেকে সুন্দরবনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মানুষের বাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বারবার মগ ও পর্তুগীজদের হামলায় ধ্বংস হয়েছিল এই বনাঞ্চল। ইংরাজ আক্রমণের পর আবার নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। বাখরগঞ্জ, খুলনা ও দুই ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের কাছাকাছি বহু জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে ছিল সুন্দরবনে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে বৌদ্ধধর্মের মূল বিস্তার ঘটেছিল। সেন আমল থেকেই এই জাতির একটি গোষ্ঠীর প্রবল চাপে জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন জাতির। বর্তমানে এখানে পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয়, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, দাস, দেবদাসী জাতি মানুষের বাস।এদিকে

১৮০০ শতকে রাঁচি, সিংভূম, মানভূম, পালামৌ, ছাপরা, হাজারিবাগ থেকে মুন্ডাদের শ্রমিকের কাজ এবং জঙ্গল হাসিল করাতে সুন্দরবনে এনে ক্রীতদাস করে রাখা হতো। তৎকালিন মগ জলদস্যুদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলাম্বী ছিল। সুন্দরবন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বেশকিছু মগ-পরিবার সাগরদ্বীপ ও ক্যানিং, মগরাহাট, জয়নগর-সহ আশপাশ এলাকায় আত্মগোপন করে ছিল। আজও রয়ে গিয়েছে। পৌন্ড্র জাতিই ছিল মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ৪মে (২১শে বৈশাখ) বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আজও দিনটি শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার সঙ্গে সুন্দরবনে পালিত হয়।তবেই বাংলা বৃটিশ সরকারের অধীনে চলে যায় কোন সালে বলো তো? ১৮৫৬ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পরপর। ওদিকে সুন্দরবন কিন্তু আরও আগেই চলে গিয়েছিল বৃটিশ সরকারের অধীনে, ১৮২৮ সালে। আর তার পরের বছরই এল টি হজেস নামের এক বৃটিশ ভদ্রলোক বনটিতে প্রথম জরিপ চালান।

১৮৬০ সালে বাংলায় বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই বনটিকে বন বিভাগের দায়িত্বে দেয়া হয়। কিন্তু সুন্দরবনে বন বিভাগের পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত লেগে যায়। তখনও অবশ্য সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তাই বন বিভাগও ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারছিল না। পরে ১৮৭৮ সালে বনটিকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দিলে পরের বছর থেকেই সুন্দরবন শুধুই বন বিভাগের অধীনে চলে যায়।

তবে সুন্দরবনে জরিপ করা সবসময়ই ছিল খুবই কঠিন। কেন বলো তো? আরে, এই বনটা যে ভয়ানক সব জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। ওখানে বাঘ আছে, কুমির আছে, অজগর সাপ আছে। তারপরও আগে যে জরিপগুলো হয়েছিল, তাতে এই বনের সীমানা হিসেবে বলা হয়েছিল পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পুবে মেঘনা নদী পর্যন্ত। আর মোট আয়তন হিসেব করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৯০২ বর্গকিমি। শুধু বাংলাদেশ নয়। আমাদের দেশের উপমহাদেশের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ১৯৪৭ সাল। কারণ, সেই বছরে যে উপমহাদেশটিকেই ভাগ করা হলো; তা-ও কিনা ধর্মের ভিত্তিতে! সে যাই হোক, তখন বাংলা প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশটা গেল ভারতের ভাগে। আর মুসলিমপ্রধান আমাদের অংশটা গেল পাকিস্তানের ভাগে। তাই সুন্দর এই বনটাও কাটা পড়লো। বড় অংশটা অবশ্য আমাদের ভাগেই এল; আমাদের ভাগে পড়লো ৬০%, ভারতের ভাগে পড়লো ৪০%।তবে ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুসারে ভারতীয় সুন্দরবনের মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২ টি। এর মধ্যে মাত্র ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসবাস। ৫৪ টি দ্বীপকে ১৯ টি ব্লকে প্রশাসনিক বিভাগ করা হয়েছে, লোকসংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৫৬ জন। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সাগরদ্বীপে, ৫০ লক্ষেরও বেশি। ৫৪ টি দ্বীপে আছে ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, সদস্য সংখ্যা ১,৩৩,৩৬৫ জন। বাকি ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও বন্যপ্রাণী।সবচেয়ে বেশি দ্বীপ রয়েছে প্রাথরপ্রতিমা ব্লকে, মোট ১৩ টি; গোসাবা ব্লকে ৯ টি, নামখানা ব্লকে ৫ টি, সন্দেশখালি ব্লকে ৬ টি আর হাড়োয়া ব্লকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ৫ টি দ্বীপ। এটি গেল সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান! তবে সুন্দরবন বিশ্ব দরবারে এতটা নাম কিসের কারণে? সেসব ইতিহাস তথ্য পরিবেশন যদি না করি এই লেখার মধ্যে অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে ।সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে অখন্ড বন যা বিশ্বে সর্ববৃহৎ অববাহিকার সমুদ্রমূখী সীমানা । এই বনভূমি গঙ্গাও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত । ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।"সুন্দরবন"-এর আক্ষরিক অর্থ "সুন্দর জঙ্গল" বা "সুন্দর বনভূমি"। সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে, যা সেখানে প্রচুর জন্মায়।অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, এর নামকরণ হয়তো হয়েছে "সমুদ্র বন" বা "চন্দ্র-বান্ধে (বাঁধে)" (প্রাচীন আদিবাসী) থেকে। তবে সাধারণভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আম্বানি পুত্রের বিয়েতে এক মঞ্চে নাচলেন বলিউডের তিন খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার সব কিছুকে ছাপিয়ে জামনগরে আম্বানি পুত্রের বিয়ো অনুষ্ঠানে এক মঞ্চে ফুটে উঠল তিন খানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রাক বিবাহের অনুষ্ঠানে নাচলেন বলিউডের শাহরুখ খান, আমির খান ও সালমান খান। যা এককথায় বিরল দৃশ্য। তিন খানকে একসঙ্গে প্রায় দেখাই যায় না। তাদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা রয়েছে বলে শোনা যায়। একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করেন তারা, এমন গুঞ্জন। তবে সে সবকে পেছনে ফেলে হেসে-মজা করে একে অপরের সঙ্গে নাচে পা মেলালেন শাহরুখ, আমির, সালমানভ তিন খান আবার একে অপরের সিগনেচার পোজ নকলও করলেন!

অনন্ত আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্টের বহু প্রতীক্ষিত প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠান নিয়ে গুজরাটের জামনগরে এখন তারার মেলা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানি এবং শিল্পপতি বীরেন মার্চেন্টের মেয়ে রাধিকা মার্চেন্ট প্রাক বিবাহের অনুষ্ঠান।

১-৩ তারিখ গুজরাটের জামনগরে রিলায়েন্স গ্রিনস-এ অনন্ত ও রাধিকার প্রাক-বিবাহের একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নাচ, গান, কার্নিভালের মজা সবটাই থাকছে তাদের অনুষ্ঠানে। বহু প্রতীক্ষিত এই প্রাক-বিবাহ বাসরের প্রথম সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল রিহানার পারফরম্যান্স। তবে দ্বিতীয় সন্ধ্যায় মঞ্চ কাঁপালেন বলিউডের তারকারা, এবং অবশ্যই তাতে হাজির বলিউডের তিন খান।

'আর পরীক্ষা নিও না', ধর্মেন্দ্রর এমন পোস্টে উদ্বেগে অনুরাগীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'রকি অউর রানী কি প্রেম কাহানি' ছবিতে। বয়স হয়েছে ৮৭। এই বয়সেও দারুণ অভিনয় করে চলেছেন ধর্মেন্দ্র দেওল। গত বছর থেকেই তার পরিবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। প্রথম, লাইমলাইট কেড়ে নেন বড় ছেলে সানি দেওল। 'গদর ২' মুক্তি পেল এবং ব্লকবাস্টার হিট করল সিকুয়েল ছবিটি। দ্বিতীয়, মুক্তি পেল 'অ্যানিম্যাল'। সেই ছবিতে মাত্র ১৫ মিনিট অভিনয় করে নির্বাক ভিলেনের চরিত্রে দাগ কাটলেন ধর্মেন্দ্র কনিষ্ঠ-পুত্র ববি দেওল।

ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী অভিনেত্রী হেমা মালিনী এবং তার জ্যেষ্ঠকন্যা এষার বিয়ে ভাঙল। ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে বিদেশে চিকিৎসা করাতে গেলেন সানি। এত কিছু হয়েছে বিগত কয়েকমাসে।

জীবনে কোনোদিন কোনও হতাশাজনক পোস্ট করতে দেখা যায়নি ধর্মেন্দ্রকে। এবার মাঝরাতে করলেন একটি পোস্ট, যা পড়ে উদ্বেগে পড়েছেন ধর্মেন্দ্রর অনুগামীরা।

'এক্স' (সাবেক টুইটার)-এ ধর্মেন্দ্র একটি পোস্টে লিখেছেন, 'যা কিছু অপরাধ আছে, সব ক্ষমা করে দাও ঈশ্বর। ক্রমশ ভেঙে পড়ছি। আর পরীক্ষা নিও না। তোমার দয়াতেই বেঁচে আছি।'

সেই সঙ্গে পোস্ট করেছেন একটি সাদা-কালো ছবি।

এই পোস্টটি করা মাত্রই ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন তার অনুরাগীরা। প্রত্যেকেই ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন। ৮৭ বছর বয়সী ধর্মেন্দ্রর কী শরীরে কোনও যন্ত্রণা, নাকি মনে, তিনি ঠিক আছেন তো, এমন সব মন্তব্য আসতে শুরু করেছে পরপর।

সত্যিই কি ৩১ কোটি টাকার হাতঘড়ি ব্যবহার করেন সালমান!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : লাইফস্টাইলের কারণে বহুবার সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন বলিউডের মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর তারকা সালমান খান। কখনও তার ছিমছাম ফ্ল্যাটে থাকা নিয়ে চর্চা হয়েছে, কখনও আবার নজর কেড়েছে তার ব্যয়বহুল গাড়ি ও পোশাক। তবে সম্প্রতি ভাইজানের দামি হাতঘড়ি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, হিরার তৈরি ২৩.৫৪ কোটি টাকার ঘড়ি ব্যবহার করছেন সালমান।

ভারতীয় গণমাধ্যম সিয়াসাত ডটকমের এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সালমানের হাতের ঘড়িটি প্রস্তুত করেছে সুইজারল্যান্ডের বিলাসবহুল ব্র্যান্ড পাটেক ফিলিপ। ৮.৬৬ ক্যারেটের ১৩০টি হিরা ব্যবহার করা হয়েছে ঘড়িটিতে। এই হাতঘড়ির মূল্য ২৩.৫৪ কোটি টাকা। পাটেক ফিলিপের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করলে সালমানের হাতঘড়িটি পাওয়া যায়। ঘড়ির অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলেও এর মূল্য উল্লেখ করেনি প্রতিষ্ঠানটি। যদিও ঘড়ির দামের বিষয়ে সালমানের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি, তার ঘনিষ্ঠ মহলের কেউ নিশ্চিতও করেননি। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে সত্যিই কি ৩১ কোটি টাকা মূল্যের হাতঘড়িটি ব্যবহার করেন সালমান খান? উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির অভিনেতাদের মধ্যে একজন হলেন সলমন। গত প্রায় তিন দশক ধরে বলিউডে কাজ করছেন তিনি। নাম, যশ, খ্যাতির পাশাপাশি এত বছরে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন ভাইজান। স্বাভাবিকভাবেই তাই তার বাড়িতে সাজানো রয়েছে একাধিক বহুমূল্য জিনিস। তাই ব্যয়বহুল হাতঘড়ির ব্যবহার অবিশ্বাস্য নয়।

প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাবে জলদস্যুর চরিত্রে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড ছেড়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হলিউডে পোক্ত স্থান করে নিয়েছেন। বিভিন্ন সিরিজের পাশাপাশি অভিনয় করেছে একাধিক সিনেমায়ও। ফের দিলেন নতুন সিনেমার ঘোষণা।

এই ছবিতে এক ঝাঁক হলিউড তারকার পাশাপাশি দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কাকেও। তার চরিত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এমন চরিত্রে তাকে আগে দেখা যায়নি।

প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে কার্ল আরবানকে। খবর অনুযায়ী, অনেকদিন পরে হলিউডে জলদস্যুদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমাটি। আর প্রিয়াঙ্কা এই প্রথম জলদস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন। দেশি গার্ল নিজেও জানিয়েছেন, একটা সময় ছিল, যখন আমরা ভাবতাম, ভালো মানুষ হলে তাকে ঈশ্বর জলদস্যু হওয়ার সুযোগ করে দেন।

এই ছবির খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রিয়াঙ্কার বর নিক জোনাস কী বললেন, সেটা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কথা বলার শব্দ নেই তার। তাই তো, ইমোজি দিয়েই কাজ চালালেন। প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশ্যে লিখলেন, আগুন!

আইপিএলেও

অধিনায়ক হচ্ছেন কামিন্স!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে প্যাট ক্যামিন্সের অধিনায়কত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এরপরই নিলাম থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে অজি পেসারকে দলে ভিড়িয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। চলতি মাসেই মাঠে গড়াবে আইপিএলের ১৭তম আসর। তাই গুঞ্জন উঠেছে এবার হায়দ্রাবাদের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব উঠতে পারে বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটারের কাঁধে।

জানা গেছে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রধান কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে কামিন্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। সেই বিবেচনা করেই হয়তো অজি অধিনায়কের হাতেই তুলে দেওয়া হতে পারে দলটির আর্মব্যান্ড।

এদিকে, হায়দরাবাদের বোলিং কোচের দায়িত্বে থাকা কিংবদন্তি পেসার ডেইল স্টেইন আসন্ন আসর থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান। মূলত ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতি চাওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষকে। ব্যক্তিগত কাজ সেরে পরবর্তী আসরেই স্টেইন ফের কোচিং ফেরার কথা জানিয়েছেন।

ইতোমধ্যে তার বিকল্পও নিয়োগ করেছে হায়দরাবাদ। নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার জেমস ফ্র্যাঙ্কলিনকে তারা নতুন করে এই আসরের জন্য বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে।

বিতর্কের ম্যাচে জয়হীন রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভ্যালেন্সিয়া ঘরের মাঠ মেস্তায়া স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে আতিথ্য দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। স্বাগতিকরা দুই দফায় এগিয়ে গেলে কিছুটা হোঁচট খায় রিয়াল। যদিও সেই পরিস্থিতি থেকে তাদের মুক্তির পথ বের করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে শেষ পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোসদের জয় পাওয়া হয়নি। রিয়াল-ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচ শেষ হয়েছে ২-২ গোলে।

ম্যাচের শেষটা ছিল নাটকীয়তা আর বিতর্কে মোড়ানো। ব্রাহিম দিয়াজের ক্রসে হেড দিয়ে বল জালে পাঠান জ্যুড বেলিংহ্যাম। ঠিক সেই মুহূর্তে রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজান। এতে উত্তেজিত রিয়াল ফুটবলাররা প্রতিবাদ জানান, একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানো বেলিংহ্যামকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। অ্যাঙ্কেলের চোট কাটিয়ে তিন সপ্তাহ পর এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন তিনি। ফেরার ম্যাচেই ইংলিশ মিডফিল্ডার তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হলেন।

এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময় আধিপত্য দেখালেও আক্রমণে নিজেদের ছায়া হয়ে ছিল রিয়াল। এর মাঝে উল্টো তিন মিনিটের ব্যবধানে তারা দুই গোল হজম করে ফেলে। যার শুরুটা হয় ২৭তম মিনিটে। যেখানে দু'বারই দায় ছিল রক্ষণভাগের। রিয়াল ডিফেন্ডার বল হারিয়ে ফেলার পর ভ্যালেন্সিয়ার হুগো দুরো সতীর্থের ক্রসে দারুণ হেডে লিড এনে দেন। এরপর ভুল করে বসেন অভিজ্ঞ দানি কারভাহালও। গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিনকে ব্যাকপাস দিতে গেলে ভ্যালেন্সিয়ার রোমান ইয়ারেমচুক তড়িৎ গতিতে ঢুকে বল দখল করেন, এরপর তাকে কাটিয়ে বল জালে জড়ান।

প্রথমার্ধের শেষদিকে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে কারভাহালের বাড়ানো বলে হাত ছোঁয়ান স্বাগতিক গোলরক্ষক। তবে তিনি ক্লিয়ার করতে না পারায় বল রদ্রিগোর পা ছুঁয়ে ভিনির পায়ে চলে যায়। কাছ থেকে নেওয়া শটে ব্রাজিল ফরোয়ার্ড রিয়ালের ব্যবধান কমান।

বিরতির পর টনি ক্রুসের জায়গায় লুকা মদ্রিচ ও রদ্রিগোর পরিবর্তে ব্রাহিম দিয়াজকে নামান আনচেলত্তি। সেই দিয়াজের কাছ থেকে পাওয়া ক্রসেই ভিনি ৭৬তম মিনিটে রিয়ালকে সমতায় ফেরান। যদিও ভ্যালেন্সিয়ার তাতে অফসাইডের দাবি তোলেন, তবে ভিএআর রেফারির সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

যোগ করা সময়ের শুরুতে ভ্যালেন্সিয়ার দুরো রিয়ালের বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে ভিএআর সেই সিদ্ধান্ত বদলে দেয়। এরপর রিয়ালকে গোলের মুখ থেকে রক্ষার করে গোলরক্ষক লুনিন। চূড়ান্ত নাটকীয়তা হয় শেষ বাঁশি বাজানোর মুহূর্তে। যেই না বেলিংহ্যামের বল জালে জড়াচ্ছে, তখনই রেফারির শেষ বাঁশি বাজান। যা নিয়ে ফুটবলাঙ্গনে তুমুল আলোচনা চলছে।

আর্জেন্টিনা দলে স্কালোনির চমক বার্কো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসছে দুইটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ২০ বছরের কম বয়সী চার জন ফুটবলারকে দলে ডেকেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। যেখানে বড় চমক ভালেন্তিন বার্কো। সম্প্রতি ইংলিশ ফুটবলে নাম লেখানো ১৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন জাতীয় দলে। যুক্তরাষ্ট্রে এল সালভাদর ও কোস্টা রিকার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য গত শুক্রবার ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন স্কালোনি। বার্কো ছাড়া দলের বাকি তিন জন টিনএজারই ফরোয়ার্ড- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আলেহান্দ্রো গারনাচো, মোনসার ভালেন্তিন কার্বোনি এবং ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়নের ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে। বুয়োনানোত্তে এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন একটি ম্যাচ। কার্বোনি দলে ছিলেন আগেও কিন্তু খেলার সুযোগ পাননি। বার্কো গত জানুয়ারিতে স্বদেশের ক্লাব বোকা জুনিয়র্স থেকে সাড়ে চার বছরের চুক্তিতে যোগ দেন ব্রাইটনে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, চুক্তির অঙ্কটা ৭৮ লাখ ৭০ হাজার পাউন্ড। কিছুদিন আগে এফএ কাপের ম্যাচ দিয়ে নতুন ঠিকানায় অভিষেক হয় তার। তিনি মূলত বাম দিকে ফুল-ব্যাক, উইং-ব্যাক বা উইঙ্গার হিসেবে খেলেন। একই সঙ্গে মিডফিল্ডেও খেলতে পারেন। অনুমিতভাবেই দলে আছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। রাখা হয়েছে আরেক অভিজ্ঞ আনহেল দি মারিয়াকেও। চোটের কারণে দলে নেই লিসান্দ্রো মার্তিনেস, গনসালো মনতিয়েল, মার্কোস আকুনা ও গিদো রদ্রিগেস। আগামী ২২ মার্চ ফিলাডেলফিয়ায় এল সালভাদরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। চার দিন পর লস অ্যাঞ্জেলসে কোস্টা রিকার বিপক্ষে খেলবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুরুতে এই দুটি ম্যাচ তাদের খেলার কথা ছিল চীনে, আফ্রিকার দুই দল নাইজেরিয়া ও কোত দি ভোয়ার বিপক্ষে। কিন্তু ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে এশিয়া সফরে চোটের কারণে হংকং একাদশের বিপক্ষে মেসির না খেলা, সেখানকার দর্শকদের তীব্র ক্ষোভ, এর তিন দিন পর জাপানে ভিসেল কোবের বিপক্ষে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের মাঠে নামা, সব মিলিয়ে তৈরি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নাইজেরিয়া ও কোত দি ভোয়ার বিপক্ষে ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রেও শুরুতে এল সালভাদর ও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। কিন্তু ভিসা জটিলতায় নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যেতে না পারবে না বলে তাদের জায়গায় ঠিক করা হয় কোস্টা রিকাকে। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্রেই বসবে কোপা আমেরিকা। তার আগে একুয়াডর ও গুয়াতেমালার বিপক্ষে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচও খেলবে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতাটির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনা দল: গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেস (অ্যাস্টন ভিলা), ওয়াল্তার বেনিতেস (পিএসভি আইন্দহোভেন), ফ্রাঙ্কো আরমানি (রিভার প্লেট) ডিফেন্ডার: হেরমান পেস্সেইয়া (রেয়াল বেতিস), নেহুয়েন পেরেস (উদিনেজে), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিওঁ), মার্কোস সেনেসি (বোর্নমাউথ), ভালেন্তিন বার্কো (ব্রাইটন), নাহুয়েল মোলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ) মিডফিল্ডার: এসেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুজেন), রদ্রিগো দে পল (আতলেতিকো মাদ্রিদ), আলেক্সিস মাক আলিস্তের (লিভারপুল), লেয়ান্দ্রো পারেদেস (রোমা), এনসো ফের্নান্দেস (চেলসি), জিওভানি লো সেলসো (টটেনহ্যাম হটস্পার), নিকো গনসালেস (ফিওরেন্তিনা) ফরোয়ার্ড: আলেহান্দ্রো গারনাচো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে (ব্রাইটন), ভালেন্তিন কার্বোনি (ব্রাইটিন), আনহেল দি মারিয়া (বেনফিকা), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), হুলিয়ান আলভারেস (ম্যানচেস্টার সিটি), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), পাওলো দিবালা (রোমা)।

মেসি-সুয়ারেজে মিয়ামির গোল উৎসব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোলে মেজর লিগ সকারে অরল্যান্ডো সিটিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইন্টার মিয়ামি।

০২ মার্চ ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে সুয়ারেজ কিক অফের মাত্র মাত্র চার মিনিটেই মায়ামিকে এগিয়ে নেন। নতুন ক্লাবের হয়ে তার প্রথম গোলটি ছিল দুর্দান্ত। জার্মান মিডফিল্ডার জুলিয়ান গ্রেসেলের একটি নিচু ক্রস কাছের পোস্টে পেয়ে প্রথম শটেই জালে জড়ান এই উরুগুইয়ান। সাত মিনিট পর সুয়ারেজ আবার গোল করেন। এবারও বলের যোগানদাতা গ্রেসেল। তার বাড়ানো বল দারুণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পোস্টের কোনা দিয়ে বল জালে জড়ান সুয়ারেজ। ক্লাব ক্যারিয়ারে ৫৬৫ ম্যাচে তার গোল দাড়ালো ৩৬৮। ২৯ মিনিটে তৃতীয় গোলের উৎসও গ্রেসেল। দুই ডিফেন্ডারের ফাক গলিয়ে বাড়ানো বল পেয়ে সুয়ারেজ নিজে গোলে শট না নিয়ে তা বাড়ান রবার্ট টেইলরের কাছে। আমেরিকান ফরোয়ার্ড টোকায় তা জালে জাড়ান। এরপর মেসির পালা। বিরতির পর ৫ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করেন তিনি। বাম পাশ দিয়ে জর্ডি আলবা বল নিয়ে ছুটে গিয়ে সুয়ারেজকে বল বাড়ান তিনি। নাম্বার নাইন তা আলবাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি তা পোস্টেই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অরলান্ডো অধিনায়ক রবিন জ্যানসেন তা শেষমুহূর্তে ক্লিয়ার করতে গিয়ে বল বাড়ে লেগে ফিরে আসে, ছুটে আসা মেসি বুক দিয়ে বল নামিয়ে পোস্টে জালে জড়ান। হ্যাটট্রিকের আশায় ছিলেন সুয়ারেজ। ৬২ মিনিটে বা প্রান্ত দিয়ে ছুটে গিয়ে শট নেয়ার আগে মেসিকে দেখতে পেয়ে ক্রস করেন তিনি। মায়ামি অধিনায়ক হেডে বল জালে জড়ান। এর দুই মিনিট পরই জেরার্দো মার্তিনো সুয়ারেজকে পাল্টে কাম্পানাকে মাঠে নামান। তবে এরপর আর গোল হয়নি। প্রথম তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষস্থান ধরে রাখলো মিয়ামি। আগামী বৃহস্পতিবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে ন্যাশভিলের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ইন্টার মিয়ামি।

'নীল কার্ড' নিয়ে ফিফার কড়া বার্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল মাঠে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা কিংবা বাজেভাবে ফাউল করা খেলোয়াড়কে নীল কার্ড দেখিয়ে শাস্তি হিসেবে ১০ মিনিট মাঠের বাইরে রাখার জন্য নীল কার্ড ব্যহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) সেই 'নীল কার্ড' প্রস্তাব পছন্দ হয়নি ফিফার। নীল কার্ড ম্যাচে ব্যবহার করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

স্কটল্যান্ডে আইএফএবি এর বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত নীল কার্ড নিয়ে ফিফার সঙ্গে আলোচনা হয়। শুক্রবার ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো সাংবাদিকদের বলেন, এমন কোনো কার্ড যুক্ত করার কথা ভাবছেন না তারা।

তিনি বলেন, 'শীর্ষ পর্যায়ে কোনো নীল কার্ড ব্যবহার করা হবে না। এটা এমন একটা বিষয়, যার কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের কাছে। ফিফা নীল কার্ডের সম্পূর্ণ বিরোধী। ফিফার সভাপতি হয়েও এই বিষয়টি নিয়ে আমি অবগত ছিলাম না। আপনি যদি কোনো শিরোনাম চান, সেটা হল নীল কার্ডকে লাল কার্ড।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সবসময় ধারণা এবং প্রস্তাবগুলো দেখার জন্য উন্মুক্ত। তবে খেলার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যও রক্ষা করতে হবে। কোনো নীল কার্ডের ব্যবহার হবে না।'

শেষ মুহূর্তের গোলে লিভারপুলের জয়

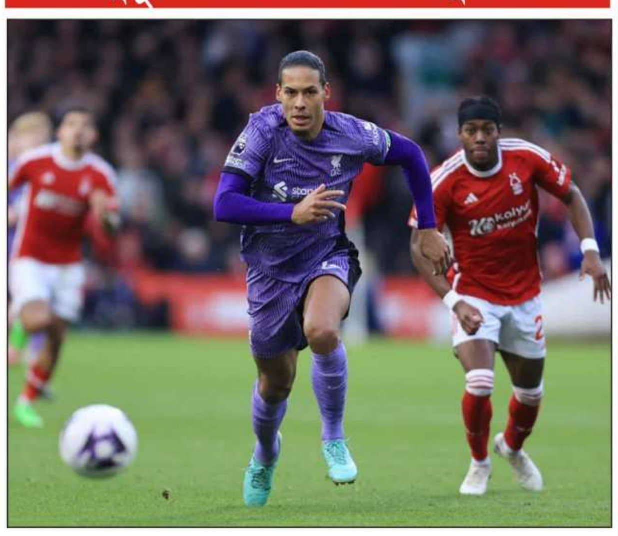

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলতে শনিবার লিভারপুল গিয়েছিল নটিংহ্যাম ফরেস্টের মাঠে। পুরো ম্যাচজুড়ে বল দখলে আধিপত্য দেখালেও, ঠিক জালের ছোঁয়া পাওয়া হচ্ছিল না সফরকারী লিভারপুলের। তাদের হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার মুহূর্তটি আসে যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে। রেফারি চূড়ান্ত বাঁশি বাজানোর আগমুহূর্তে হেড থেকে গোলটি করেন দারউইন নুনেজ। যা লিভারপুলের শীর্ষস্থানও সংহত করেছে।

এরপর রেফারি পল টায়ারনি যখন শেষ বাঁশি বাজান, উদ্দাম উদযাপনে লাফিয়ে ওঠেন অলরেড বস ক্লপ। ফরেস্ট ফুটবলাররা তখন গিয়ে ঘিরে ধরেন রেফারিকে। গোলের আগমুহূর্তেও তার একটি সিদ্ধান্তকে নিয়ে উত্তাপ ছড়ায়। মাথায় আঘাত পেয়ে ইব্রাহিম কোনাতে পড়ে যাওয়ার পর রেফারির সিদ্ধান্ত লিভারপুলের দিকে যায়, বিষয়টি মানতে না পেরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালে লাল কার্ড দেখেন ফরেস্ট কোচ স্টিভেন রেইড।

এদিন ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে দুই দলই গোলশূন্য সমতায় ছিল। রবার্টসনের বদলি হয়ে নুনেজ মাঠে নামেন ৬০তম মিনিটে। চার মিনিট পরই তিনি একটি সুযোগ পান। দুরূহ কোণ থেকে তার শট পাশের জালে লাগে। বদলি নামা আরেক মিডফিল্ডার সোবোসলাইয়ের একটি শটও বাধা পায় ফরেস্ট রক্ষণে। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে কর্নারে বক্সে নুনেজের হেড প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে জালে জড়াতে যাচ্ছিল। দারুণভাবে এক হাতে ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। এরপর শেষ বাঁশি বাজা যখন সময়ের ব্যাপার তখনই নুনেজের গোল। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস-ম্যাক আলিস্টারের ক্রসে ছয় গজ বক্সের মুখে লাফিয়ে হেড তিনি বল জালে পাঠান। উল্লাসে ফেটে পড়ে লিভারপুলের ডাগআউট।

এ নিয়ে ২৭ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৬ ড্রয়ে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৬৩। দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৫৯। যদিও তারা এক ম্যাচ ম্যাচ কম খেলেছে। সিটির সমান ২৬ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে আর্সেনাল।

স্টেইনের জায়গায়

হায়দরাবাদের বোলিং কোচ ফ্র্যাঙ্কলিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএল শুরুর মাসে কোচিং স্টাফে পরিবর্তন আনল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। দলটির নতুন বোলিং কোচ হয়েছেন জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন। সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার ডেল স্টেইনের স্থলাভিষিক্ত হবেন এই কিউই।

আইপিএলের আসছে আসরের জন্য নতুন বোলিং কোচ নিয়োগ দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ডেল স্টেইনের জায়গায় এসেছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন।

ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করা স্টেইন ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাতে প্রথমবার আইপিএলে কোনো দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হতে যাচ্ছেন ২০১১ ও ২০১২ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা ফ্র্যাঙ্কলিন।

২০১৬ আসরের শিরোপা জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান কোচ তার স্বদেশী ড্যানিয়েল ভেটোরি। গত আসরের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং গ্রেট ব্রায়ান লারাকে সরিয়ে নিউজিল্যান্ডের সাবেক স্পিনিং অলরাউন্ডারকে গুরুদায়িত্বটি দেয় হায়দরাবাদ। এক সময়ের দুই সতীর্থ এবার একসঙ্গে কাজ করবেন আইপিএলে।

ভেটোরি ও ফ্র্যাঙ্কলিনের একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। কাউন্টি ক্রিকেটে মিডলসেক্স ও দা হানড্রেডে বার্মিংহ্যাম ফনিক্সের কোচিং প্যানেলে ছিলেন দুইজন। এছাড়া ডারহামের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৪৩ বছর বয়সী ফ্র্যাঙ্কলিন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে সহকারী কোচ।

হায়দরাবাদ দলে ভুবনেশ্বর কুমার, প্যাট কামিন্স, মার্কো ইয়ানসেন, উমরান মালিক, টি নাটারাজান, ফাজালহাক ফারুকি, জয়দেব উনাদকাটের মতো পেসাররা আছেন। দলটির স্পিনার হলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, ওয়াশিংটন সুন্দর ও শাহবাজ আহমেদ।

গত তিন আসর ধরে আইপিএলের প্লে-অফে খেলতে পারছে না হায়দরাবাদ। তাই কঠিন চ্যালেঞ্জই অপেক্ষা করছে ভেটোরি ও ফ্র্যাঙ্কলিনের সামনে। আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে ২০২৪ আইপিএল। পরদিন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে হায়দরাবাদ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR